তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৪৫

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

 ঢাকা, ৯ আষাঢ় (২৩ জুন):

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৬০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৭ দশমিক ১৮ শতাংশ। এ সময় ৮৩৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৫৮ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৭ হাজার ৯৩৮ জন।

                                                      #

রাশেদা/রফিকুল/লিখন/২০২৩/১৭৫৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৪৪

**প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার বান্দরবানে অস্বচ্ছল মানুষের মাঝে বিতরণ করলেন পার্বত্য মন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ আষাঢ় (২৩ জুন):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে বান্দরবান সদরের সাড়ে পাঁচ হাজার অস্বচ্ছল পরিবারের মাঝে ৫৫ মে.টন ভিজিএফ এর চাল বিতরণ করেন।

আজ বান্দরবান সদর উপজেলার কুহালং ইউনিয়ন পরিষদে ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে অস্বচ্ছল মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মন্ত্রী এসব চাল বিতরণ করেন।

বান্দরবান সদরের কুহালং ইউনিয়নের ৮ শত ২০ অস্বচ্ছল পরিবার এবং বান্দরবান সদর পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের ৪ হাজার ৬ শত ২১ অস্বচ্ছল পরিবারের মাঝে চাল বিতরণ করেন। ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি অস্বচ্ছল পরিবারকে ১০ কেজি করে চাল প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দেশের মানুষের কল্যাণে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী দেশের কোনো মানুষকে গৃহহীন রাখবেন না। তিনি ভূমিহীন ও গৃহহীনের জন্য জায়গাসহ ঘর নির্মাণ করে তাদেরকে পুনর্বাসন করা অব্যাহত রেখেছেন। এছাড়া ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি অস্বচ্ছল মানুষের জন্য দেওয়া সরকারের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধাগুলো ন্যায্যতা অনুযাযী সংশ্লিষ্টদের সঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের প্রতি নির্দেশ দেন।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বান্দরবান সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে হাবীবা মীরা, বান্দরবান অতিরিক্ত সহকারী পুলিশ সুপার মোজাফফর হোসেন, বান্দরবান পৌরসভার মেয়র সৌরভ দাস শেখর, কুহালং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মংপু মারমা, বান্দরবান সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর হোসেনসহ বিভিন্ন ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/রফিকুল/২০২৩/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২২৪৩

**অগ্রাধিকারমুলক বাণিজ্য ও ট্রানজিট চুক্তির সুবিধা কাজে লাগাতে হবে**

**--বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ আষাঢ় (২৩ জুন):

বাংলাদেশ এবং ভুটানের মধ্যকার স্বাক্ষরিত অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য ও ট্রানজিট চুক্তির সুবিধা কাজে লাগিয়ে দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য ব্যবসায়ীদের আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি।

  আজ রাজধানীর গুলশানে শুটিং কমপ্লেক্সে ভুটান এম্বাসি আয়োজিত তিন দিনব্যাপী Bhutan Trade and Investment Fair এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

  মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এবং ভুটান ২০২০ সালে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি-পিটিএ এবং চলতি বছরের ২২ মার্চ ট্রাফিক-ইন-ট্রানজিট চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এসব চুক্তি উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়াতে সহায়তা করবে। ব্যবসায়ীরা পিটিএ এবং ট্রানজিট চুক্তির সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটাতে পারে।

   মন্ত্রী বলেন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক একীকরণের ওপর জোর দিতে হবে। এজন্য নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক একীকরণ, আঞ্চলিক সংযোগ এবং আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক আঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেছেন। যার মধ্যে অনেকগুলো চালু হয়েছে। ইতোমধ্যে ভারত, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াকে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রদান করা হয়েছে। ভুটান সীমান্তের খুব কাছে কুড়িগ্রামে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এ সময় তিনি ব্যবসাবান্ধব এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ করার জন্য ভুটান সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানান।

  মন্ত্রী জানান বাংলাদেশ এই অঞ্চলে কানেক্টিভিটি হাব হিসেবে বিবেচিত। সৈয়দপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সাথে দু’টি বন্দরসহ রেল যোগাযোগ এবং ট্রানজিট সুবিধা ভুটানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে পারে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মেলা দুই দেশের ব্যবসা, উদ্যোক্তা এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের নেটওয়ার্ক তৈরি এবং ব্যবসা ও বিনিয়গের সুযোগ অন্বেষণের জন্য একটি চমৎকার প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা ছাড়াও বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন মন্ত্রী।

  অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভুটানের রাষ্ট্রদূত রিনচেন কুয়েনসিলসহ আবাসিক মিশন/দূতাবাসের প্রধান, ব্যবসায়িক চেয়ারপারসন এবং অন্যান্য ব্যবসায়ী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলে।

 উল্লেখ্য, ভুটানের প্রায় ২৫টি কোম্পানি মেলায় অংশগ্রহণ করেছে, যেখানে দেশটির তৈরি ও উৎপাদিত প্রিমিয়াম মানের পণ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে। মেলা ২৩-২৫ জুন পর্যন্ত চলবে।

#

হায়দার/আরমান/রফিকুল/লিখন/২০২৩/১৬৪১

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৪২

**বাঙালির সব অর্জনে জড়িয়ে থাকা আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় অর্জন দেশের স্বাধীনতা**

**-তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ আষাঢ় (২৩ জুন):

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, আওয়ামী লীগ ৭৪ বছরের পথ চলায় বাঙালি জাতির সকল অর্জনের সাথে জড়িয়ে আছে, যার সবচেয়ে বড় অর্জন বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ আজকে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত থেকে মধ্যম আয়ে, খাদ্যে ঘাটতি থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণতায় উন্নীত হয়েছে, বিশ্বে একটি মর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই কারণে বাঙালির ইতিহাস লিখতে গেলে আওয়ামী লীগের নাম লিখতে হবে।

আজ আওয়ামী লীগের ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে দলীয়ভাবে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

‘আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালে ছয়দফা দাবির মধ্য দিয়ে স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন সূচনা করেন। সেই পথ ধরে ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু তার মূল লক্ষ্য স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন করেন।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান স্মরণ করিয়ে দেন, ‘মুক্তিযুদ্ধকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের অধীনেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরগুলো গঠিত হয়েছিল, সেক্টর কমান্ডারদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশকে পুণর্গঠন করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাকে হত্যা করা হয়েছিল।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল, ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা যেন সেই হারানো স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার জন্যই, যাদের নেতৃত্বে আমরা ১৯৭১ সালে স্বাধীন হয়েছি। সে কারণে এই দিনটি বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই বাংলাদেশ জাতির পিতা, মহান শহিদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে যাবে, ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে, দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন হাছান মাহমুদ।

এ দিন সাংবাদিকদের কাছে আওয়ামী লীগের সূচনালগ্ন বর্ণনা করে তথ্যমন্ত্রী হাছান বলেন, ১৯৪৯ সালের এই দিনে ঢাকার রোজ গার্ডেনে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি এবং শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল। তৎকালীন তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এক নম্বর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। পরবর্তীতে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে আরো শাণিত করার লক্ষ্যে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে দলের নাম আওয়ামী লীগ হয়। ১৯৫০ সালে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার সভাপতি ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

স্বাধীনতাপূর্বকালেও আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতির জন্য অনেক অর্জন বয়ে এনেছে উল্লেখ করে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকেই মূলত ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা শহীদ দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন শুরু হয়। কারণ ১৯৫২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পাকিস্তানি সরকার মেনে নিলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে তা প্রতিষ্ঠা করেনি, সেটি করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার।

#

আকরাম/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/শামীম/২০২৩/১৬১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৪১

**পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ‍্যে রওনা হয়েছেন রাষ্ট্রপতি**

ঢাকা, ৯ আষাঢ় (২৩ জুন):

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আজ পবিত্র হজ পালনের জন‍্য সৌদি আরবের উদ্দেশ‍্যে রওনা হয়েছেন। পরিবারের সদস‍্যগণও তাঁর সাথে হজ পালন করবেন।

বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতিকে বিদায় জানাতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, কূটনৈতিক কোরের ডিন, বাংলাদেশে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত, তিন বাহিনী প্রধানগণ, রাষ্ট্রপতি কার্যালয়ের সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতিকে বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট নং বিজি ৩৩১ আজ দুপুর দুইটা ত্রিশ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে যায়।

পবিত্র হজ পালন শেষে আগামী ৩ জুলাই রাষ্ট্রপতির দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

#

শিপলু/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/শামীম/২০২৩/১৫৫১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৪০

**‘মুজিব ভাই’ অ্যানিমেশন ফিল্মের প্রিমিয়ার শো উদ্বোধন করলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ আষাঢ় (২৩ জুন):

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ অবলম্বনে নির্মিত অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র ‘মুজিব ভাই’ মুক্তি পেয়েছে।

আজ রাজধানীর সীমান্ত সম্ভারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক চলচ্চিত্রটির প্রিমিয়ার শো উদ্বোধন করেন।

এ উপলক্ষ্যে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রতিমন্ত্রী বলেন, নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোরসহ সকলের কাছে কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবনের গল্প পৌঁছে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। তাদেরকে জানানোর জন্য অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রের চেয়ে ভাল আর কোন মাধ্যম হতে পারে না। নির্মাতাগণ বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলা সম্পর্কে এ অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সুনিপণভাবে তুলে ধরেছেন।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাবা-মায়ের আদরের খোকা কিভাবে বাংলার মানুষের কাছে ‘মুজিব ভাই’ হয়ে উঠলেন, তাঁর জীবন সংগ্রাম এবং তাঁর বিজয়ের সারমর্ম তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে চলচ্চিত্রটিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের একজন ছাত্র হিসেবে কীভাবে তিনি একজন নেতা হয়ে উঠে জনমানুষের হৃদয়ে জায়গা করে রাজনৈতিকভাবে সফল হয়ে উঠলেন এবং বাংলাদেশের রূপকার হলেন, কীভাবে হয়ে উঠলেন সকলের মুজিব ভাই; এসকল বিষয়বস্তু হচ্ছে এই চলচ্চিত্রটির মূল উপস্থাপন। অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রটি দেশের তরুণ দর্শকসহ সকল বয়সী দর্শকের কাছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের এই সকল অধ্যায় চমৎকারভাবে উপস্থাপিত করার একটি প্রয়াস বলে তিনি উল্লেখ করেন ।

প্রিমিয়ার শোতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্রটির নির্মাতা, লেখক, গল্পকার, রিসার্চার, অ্যানিমেটর, নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাসহ সকল কলাকুশলী।

#

শহিদুল/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/শামীম/২০২৩/১৬০৬

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৩৯

**কুরবানির পশুর হাটে ও কুরবানিকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশিকা**

ঢাকা, ৯ আষাঢ় (২৩ জুন) :

আসন্ন ঈদুল-আজহা উপলক্ষ্যে পশুর হাট ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত নির্দেশনাসমূহ পালনের জন্য সরকার সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। নির্দেশনাগুলো হলো :

* হাট বসানোর জন্য পর্যাপ্ত খোলা জায়গা নির্বাচন করতে হবে। কোনো অবস্থায় বদ্ধ জায়গায় হাট বসানো যাবেনা;
* হাট ইজারাদার কর্তৃক হাট বসানোর আগে মহামারি প্রতিরোধী সামগ্রী যেমন-মাস্ক, সাবান, জীবানুমুক্তকরণ সামগ্রী ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। পরিষ্কার পানি সরবরাহ ও হাত ধোয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল সাবান/সাধারণ সাবানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। নিরাপদ বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
* পশুর হাটের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও হাট কমিটির সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। হাট কমিটির সকলের ব্যক্তিগত সুরক্ষা জোরদার করা এবং মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;
* হাটের সাথে জড়িত সকল কর্মীদের স্বাস্থ্যবিধির নির্দেশনা দিতে হবে। জনস্বাস্থ্যের বিয়ষগুলি যেমন মাস্ক এর সঠিক ব্যবহার, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার, শারীরিক দূরত্ব, হাত ধোয়া, জীবানুমুক্তকরণ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। স্বাস্থ্যবিধিসমূহ সার্বক্ষণিক মাইকে প্রচার করতে হবে;
* মাস্ক ছাড়া কোনো ক্রেতা-বিক্রেতা হাটের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। হাট কর্তৃপক্ষ চাইলে বিনামূল্যে মাস্ক সরবরাহ করতে পারেন বা এর মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারেন;
* প্রতিটি হাটে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ডিজিটাল পর্দায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করতে হবে;
* পশুর হাটে প্রবেশের জন্য গেট (প্রবেশপথ ও বাহিরপথ) নির্দিষ্ট করতে হবে;
* পর্যাপ্ত পানি ও ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পশুর বর্জ্য দ্রুত পরিস্কার করতে হবে। কোথাও জলাবদ্ধতা তৈরি করা যাবে না;
* প্রতিটি হাটে সিটি করপোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক এক বা একাধিক ভ্রাম্যমাণ স্বেচ্ছাসেবী মেডিকেল টিম গঠন করে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মেডিকেল টিমের নিকট শরীরের তাপমাত্রা মাপার জন্য ডিজিটাল থার্মোমিটার রাখা যেতে পারে, যাতে প্রয়োজনে হাটে আসা সন্দেহজনক করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের দ্রুত চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া, তাৎক্ষণিকভাবে রোগীকে আলাদা করে রাখার জন্য প্রতিটি হাটে একটি আইসোলেশন ইউনিট (একটি আলাদা কক্ষ) রাখা যেতে পারে;
* একটি পশুর থেকে আরেকটা পশু এমনভাবে রাখতে হবে যেন ক্রেতাগণ কমপক্ষে ৩ ফুট বা ২ হাত দূরত্ব বজায় রেখে পশু ক্রয় করতে পারেন।
* ভিড় এড়াতে মূল্য পরিশোধ ও হাসিল আদায় কাউন্টারের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
* মূল্য পরিশোধের সময় সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়ানোর সময় যেন কম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। লাইনে ৩ ফুট বা কমপক্ষে ২ হাত দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াতে হবে। প্রয়োজনে রেখা টেনে বা

গোল চিহ্ন দিতে হবে;

-২-

* সকল পশু একত্রে হাটে প্রবেশ না করিয়ে, হাটের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী পশু প্রবেশ করাতে হবে;
* হাটের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে কেনাকাটা করা সম্ভব, এমন সংখ্যক ক্রেতাকে হাটে প্রবেশের সুযোগ দিতে হবে। অবশিষ্ট ক্রেতাগণ হাটের বাহিরে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অপেক্ষা করবেন। ১টি পশু ক্রয়ের জন্য ১ বা ২ জনের বেশি ক্রেতা হাটে প্রবেশ করবেন না;
* শিশু, বৃদ্ধ এবং অসুস্থরা হাটে আসতে পারবেন না।
* অনলাইনে পশু কেনা-বেচার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা যেতে পারে;
* স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয় করে সকল কাজ নিশ্চিত করতে হবে।
* পশু কুরবানির সময় প্রয়োজনের অধিক লোকজন একত্রিত হবেন না এবং কুরবানির মাংস সংগ্রহের জন্য একত্রে অধিক লোক চলাফেরা করতে পারবেনা।
* পশুর চামড়া দ্রুত অপসারণ করতে হবে এবং কোরবানির নির্দিষ্ট স্থানটি ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণ দিয়ে ভালোভাবে জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে এই নির্দেশিকা জারী করা হয়।

#

জসীম/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/শামীম/২০২৩/১২৫৭ ঘণ্টা